অধ্যায় ৩

আইএসও ২৬০০০ এর সাতটি মূলনীতির সংজ্ঞায়ন ও তাদের বাস্তবায়নের ব্যবহারিক উদাহরণ

সামাজিক দায়িত্বশীলতা, নামেই ইঙ্গিত করে যে একটি সংগঠনকে স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে সমাজে তার অবস্থানের তাগিদেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। গুরুত্বের বিবেচনায় এটা গণযোগাযোগের চাইতেও অনেক বেশি, দায়িত্ব গ্রহণ করাটা সমগ্র প্রতিষ্ঠানকেই প্রভাবিত করে। প্রকৃতপক্ষে, একটি উত্তম গণযোগাযোগ ব্যবস্থা একটি ভালো প্রতিষ্ঠানের চিত্রকেই তুলে ধরে।

আইএসও ২৬০০০ সামাজিক দায়িত্বশীলতার ভিতস্বরূপ সাতটি মূলনীতি তালিকাবদ্ধ করেছে। সেগুলো হলো - দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, নৈতিক আচরণ, স্টেকহোল্ডারদের আগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা, আন্তর্জাতিক মানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা।

দায়বদ্ধতা

এই বিষয়টি সামাজিক দায়িত্বের 'দায়িত্ব' কথাটির সাথে কেন্দ্রীভূত হয়। কোনো একটি কাজের জন্য দায় নিতে অস্বীকৃতি জানানো হচ্ছে দায়িত্বশীলতার বিপরীত। একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতা যেমন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত মানুষের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে তেমনি এর সম্পর্ক রয়েছে পুরো সমাজের সাথেও। স্পষ্টতই একটি সংগঠনের প্রভাব তার আকারের সাথে কম-বেশি হবে, কিন্তু প্রত্যেককেই তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপের প্রভাবের দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী থাকতে হবে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর অনেক কারখানাই এখন তাদের অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার দায়িত্ব নিচ্ছে। এর অংশ হিসেবে, কিছু কারখানা অগ্নিকান্ডের কতটা ঝুঁকি আছে তা মূল্যায়ন করছে, যাতে করে তারা ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রেগুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং সেগুলো দমন অথবা অপসারণ করতে পারে।